

ভেতরে কী আছে?

একদিন	০৬
রাফির স্বপ্ন	১০
গাছের বন্ধু হওয়া	০৬
রাফির স্বপ্ন	১২
শেখার আনন্দ	১৫
রঙিন দ্বীপের অভিযান	১৯
কুয়া খোঁজার অভিযান	২২
সুন্দর ঝরনা	২৪
ফুলের বাগান	২৬
এসো থাকি মিলেমিশে	৩০
হৃদহৃদের চমক	৩৩
নদীকে ভালোবাসো	৩৭
কচ্ছপদের ধৈর্যের শিক্ষা	৪১
প্রজাপতির বাগানে শিক্ষা	৪৬
বানরদের একতা	৫০
হরিণের সতর্কতা	৫৩
পরিবারের ভালোবাসা	৫৭
মায়ের সাহস	৬০

স্বপ্নের ঘোরে এক বাস্তব শিক্ষা	৬৪
মিলেমিশে সবার কাজ	৬৬
চারপাশ থাকুক সুন্দর	৭৩
মায়ার চাদরে বাচ্চা পাখি	৭৭
ছোট পাখির বড় শিক্ষা	৮১
বন্ধুত্ব ও একতা : পথে বাধা সরানো	৮৪
রাফি ও হৃদহৃদের মরুভূমির অভিযান	৮৮
হৃদয় পরিষ্কারের ছোট অভিযান	৯২
সততার রাজ্যে রাফি	৯৬
কাঠবিড়ালির বাসা	১০১
মিস্তি ফুলের সুবাস ও ধৈর্যের শিক্ষা	১০৬
সাপের ভয় ও বন্ধুত্বের শিক্ষা	১১০
রঙ বদলানোর খেলা : রঙধনু রহস্য	১১৪
মনের শক্তি ও পাহাড় জয়	১২০
মিথ্যার পরিণতি ও সত্যের শক্তি	১২৫
বানরের উপলব্ধি	১৩০
পরিপ্রমের ফল	১৩৪
শেষ অপেক্ষা	১৩৭

গাছপালা আর ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট গ্রাম মধুপুর। গ্রামটিকে ঘিরে রয়েছে ঘন সবুজ বন, গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী। ঠিক যেন রূপকথার এক রঙিন ছবি। যেখানে কৃষাণেরা সন্ধ্যা হলে বাসায় ফিরে আসে, গোখুলির রঙিন আলো এসে মিশে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।

মধুপুর গ্রামেরই এক ছোট্ট ছেলে রাফি। ছেলেটি ছিলো এক চঞ্চল ফড়িং, যার চোখে হাজার তারার ঝিকিমিকি! তার শিরায় শিরায় বইছে জ্ঞানের পিপাসা। পৃথিবীর প্রতিটি গোপন কথা তার কাছে এক অমূল্য রহস্যের সিন্ধুক।

মাছ ধরা আর গাছে চড়ায় রাফি ছিলো ভীষণ পটু। রাফিকে নিয়ে তার মায়ের ভীষণ আনন্দে দিন কাটিত। আর রাফির প্রিয় কাজই ছিল, মায়ের সাথে গল্প করা। পাখিরা কীভাবে কথা বলে, নদীর পানি কোথা থেকে আসে, গাছের ফলগুলো কীভাবে হলো ! কত-শত প্রশ্ন যে তার মাথায় খেলে যায়!

একদিন



একদিন রাতে রাফি মায়ের কাছে নতুন গল্পের জন্য বায়না করতে লাগল। মাকে বলল, এমন একটা গল্প বলতে, যেখানে পাখির কথা বলতে পারে। মা আদর করে রাফিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ‘ঠিক আছে বাবা, আজ তাহলে তোমাকে হৃদহৃদ পাখির গল্প শোনাব’। মায়ের কথা শুনে রাফি খুব খুশি হয়ে গেল।

রাফির চোখগুলো চকচক করে উঠল।

‘সত্যি মা, হৃদহৃদ পাখি কি কথা বলতে পারে ?

মা বললেন,

‘সেই গল্পই তো শোনাব তোমাকে’।

মিস্টি হেসে গল্প বলতে শুরু করলেন তিনি। রাফি অবাক হয়ে শুনতে লাগল হৃদহৃদের পাখির গল্প।

‘অনেক দিন আগের কথা, সুলাইমান নামের আল্লাহর একজন নবি ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি পশুপাখি, জিন, সবার সাথে কথা বলতে পারতেন, সবার কথা বুঝতেন। হৃদহৃদ নামের তার একটি পাখি ছিল। সুলাইমান (আ.) তাকে খুব পছন্দ করতেন।’

রাফি অবাক হয়ে বলল,

‘তারপর কী হলো, আম্মু?’

‘একদিন সুলাইমান (আ.) হৃদহৃদকে তার দরবারে খুঁজে পেলেন না। তিনি রাগ হয়ে বললেন, হৃদহৃদকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! সে কী বিনা কারণে ছুটি নিয়েছে? এমন হলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব।’

কিছুক্ষণ পর হৃদহৃদ ডানা ঝাপটা দিয়ে নবি সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে বলল, ‘হে নবি, আমি একজন রানির খবর এনেছি যে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়ে সূর্যের ইবাদাত করে।’

তার কথা শুনে সুলাইমান (আ.) বললেন,

‘তুমি যদি সত্যি বলে থাক, তবে আমি তাকে একটি চিঠি পাঠাতে চাই।
তুমি এটি তার কাছে নিয়ে যাও।’

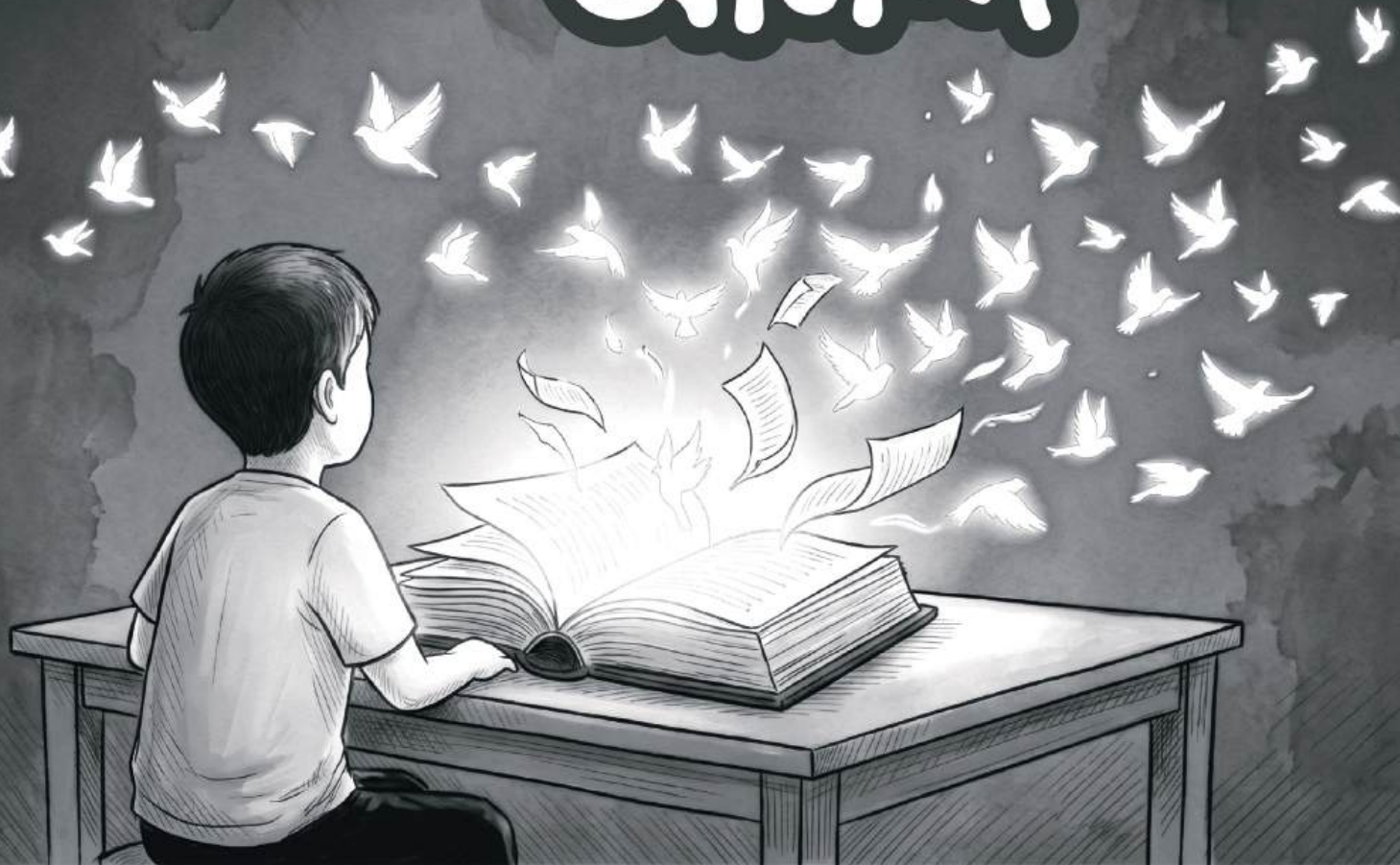
রাফি বলল,

‘তারপর, হৃদহৃদ কি চিঠি নিয়ে গেল রানির কাছে?’

মা তখন মুচকি হেসে বললেন,

‘সেই গল্প আরেকদিন বলব কেমন? এখন তুমি ঘুমিয়ে যাও বাবা। আজ এতটুকুই’।

শেখার আনন্দ



উড়তে উড়তে হুদহুদ আর রাফি একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছাল। গ্রামটির চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, ছবির মতো সুন্দর। রাফি দেখল, সেখানে একটি বাড়ির উঠানে কিছু শিশু গোল করে বসে আছে। মাঝখানে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি।

রাফি হুদহুদকে জিজ্ঞেস করল,

‘ওরা কী করছে, হুদহুদ?’

হুদহুদ বলল,

‘ওরা সবাই মিলে পড়াশোনা করছে রাফি। এতে করে ওরা অনেক কিছু জানতে পারবে। পড়ালেখা মানুষকে নতুন পথ দেখায়, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা বুঝতে সাহায্য করে।’

রাফি অবাক হয়ে হুদহুদকে বলল,

‘আম্মু তো আমাকে অনেক গল্প শোনান, এটা থেকেও কি অনেক কিছু শেখা যায়, হুদহুদ?’

‘অবশ্যই, রাফি। সুন্দর গল্পের মাধ্যমেও অনেক কিছু শেখা যায়’, হুদহুদ বলল।

তার কথা শুনে রাফি খুব খুশি হলো। হুদহুদকে বলল,

‘ধন্যবাদ হুদহুদ, আমিও অনেক পড়াশোনা করব ইনশাআল্লাহ।’

হঠাৎ করেই রাফির মনে হলো সবকিছু বদলে গিয়েছে। হুদহুদ পাখির ডানা থেকে পড়ে গিয়ে সে মায়ের কোলে চলে এসেছে। মা তাকে চোখ মেলতে দেখে জিজ্ঞেস করল,

‘কী ব্যাপার, আমার রাফি সোনা, স্বপ্নে দেখলে নাকি?’

রাফি তখন চোখ ডলতে ডলতে বলল,

‘আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি, মা। তুমি আমাকে আরও ইসলামি গল্প বলবে, কেমন! আমি অনেক কিছু শিখতে চাই। পড়াশোনা করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাই।’

মা বলল,

‘অবশ্যই বলব, বাবা। আল্লাহ তোমায় অনেক বড় করুন, বড় আলেম বানান। তুমি যেন সবার মাঝে আলো ছড়াতে পারো।’

এবার তোমার পালা :

১. বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল এবং মাদ্রাসার আঙিনায় গাছ লাগাও। গাছ পরিবেশকে সুন্দর করে, আর এতে আল্লাহও খুশি হন।
২. সর্বদা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করো। জ্ঞান তোমার জীবনের পথকে আলোকিত করবে।
৩. সবসময় ভালো কাজ করো ও সত্য কথা বলো। এতে মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করবে, আর আল্লাহর রহমত পাবে।

এসো থাকি
মিলেমিশে



সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে রাফি দেখল, তাদের বাসার সামনের বড় গাছ দু’টি আর নেই। সে দৌড়ে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল,

‘মা, আমাদের গাছগুলো কেটে ফেললে কেন?’

মা রাফির দুঃখ বুঝলেন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

‘তোমার বাবার টাকার খুব প্রয়োজন ছিল রাফি...তাই গাছ দুটো তিনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।’

এ কথা শুনে রাফি বাবার কাছে ছুটে গেল। কান্নাভেজা গলায় বলল,

‘বাবা, গাছ তো আমাদের বন্ধু। তুমি কেন কেটে ফেললে? আমার খুব মন খারাপ করছে।’

রাফির বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

‘জরুরি দরকার ছিল বাবা। তবে আর কখনো এমন করব না, ইনশাআল্লাহ।’

বাবার কথায় রাফি কিছুটা শান্ত হয়ে বলল,

‘চলো বাবা, আমরা দুটো গাছের জায়গায় অনেকগুলো গাছ লাগাই। তাহলে আমাদের বাড়িটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।’

মিলেমিশে সবার কাজ



সেদিন মসজিদ থেকে ফিরছিল রাফি। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—রাস্তার মাঝখানে গভীর একটা গর্ত! গর্তের ভেতর কাচের টুকরো, শুকনো কাঁটা, তার বড়ো বড়ো মাটির ঢালা পড়ে আছে।

রাফির মন খারাপ হয়ে গেল।

‘অন্ধকারে কেউ যদি হাঁটে, গর্তে পড়ে পা কেটে যেতে পারে’ ভাবল সে।

সে নিচু হয়ে কাঁটাগুলো সরিয়ে রাস্তার পাশে রাখল। তারপর গর্তের ভেতর তাকিয়ে নিজের মনে বলল,

‘গর্তটা ভরাট করা গেলে রাস্তাটা তো একদম নিরাপদ হয়ে যেত।’

যেই ভাবা, সেই কাজ।

সে একটা মাটির ঢালা তুলে গর্তে ফেলল। এতে গর্তটা অল্প একটু ভরে উঠল। রাফির মনে তখন আনন্দের ঢেউ।

ঠিক তখনই মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল তার বন্ধু সাদ। রাফিকে মাটিতে বসে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,

“রাফি, এখানে কী করছিস?”

সততার রাজ্যে রাফি



রাফি স্বপ্নের নরম আলোর ভেতর ভেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ চারপাশে ঝিলমিল আলো ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক তখনই তার সামনে দেখা গেল প্রিয় বন্ধু হৃদহৃদকে। সোনালি পালকে সূর্যের আলো পড়ে সে যেন ঝকঝকে তারার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হৃদহৃদ মিষ্টি হেসে বলল,

“রাফি, আজ আমরা যাচ্ছি এমন এক রাজ্যে, যেখানে সবাই সত্য কথা বলে আর সৎ থাকার চেষ্টা করে। তুমি প্রস্তুত তো?”

রাফি হাততালি দিয়ে বলল,

“আমি প্রস্তুত! চলো হৃদহৃদ, দেখি আজ কী জিথি!”

হৃদহৃদের ডানায় চড়ে আকাশে উঠতেই নিচের পৃথিবী বদলে গেল। সবুজ উপত্যকা, চকচকে রাস্তা আর মানুষের মুখে প্রশান্ত হাসি, সব মিলিয়ে যেন এক মায়াবী রাজ্য। এখানে কেউ মিথ্যা বলে না, কেউ কাউকে ঠকায় না।

কিছুদূর এগোতেই তারা দেখল রাজপ্রাসাদের সামনে ভিড়। রাজা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,

“আমার মুকুটের একটি রত্ন হারিয়ে গেছে। যে সত্যের সাথে তা ফিরিয়ে দেবে, সে পুরস্কার পাবে। কিন্তু মিথ্যা বললে কঠিন শাস্তি।”